রাষ্ট্রদূত জনাব আশরাফ-উদ-দৌলার সাথে

আশীষ বাবলুর সাক্ষাৎকার

ক্যানবেরার বাংলাদেশ এ্যামব্যাসিতে পত পত করে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। সেখানে পৌছালে দেহ মনে একটা আশ্চর্য অনুভুতি ছড়িয়ে যায়। এর প্রবেশদ্বারে থেমে গেছে অষ্ট্রেলিয়া। চৌকাঠ পেরোলে ভেতরে একশভাগ বাংলাদেশ। এ্যামব্যাসির প্রত্যেকটি কর্মী আন্তরিকতায় ভরপুর। মাননীয় হাইকমিশনার এক মুখ হেসে হাত বাড়িয়ে দেন। সেখান থেকে ফিরলে মনে হয় পলিমাটির বদ্বীপের সোদা গন্ধ সমস্ত গায়ে মেখে ফিরলাম।

রাষ্ট্রদূত পদটি হচ্ছে বিদেশে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের কাজটি একটি কঠিন কর্ম। গরীব দেশ হিসেবে আমরা পরিচিত। গরীবকে সবাই একটু তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। তার উপর দূর্নীতিগ্রস্থ দেশ হিসেবে আমাদের খ্যাতি দিন দিন বাড়ছে। এমন একটি দেশের রাষ্ট্রদূতকে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে পৃথিবীর কঠিন রাস্তায় পা ফেলতে হয়।

অষ্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রদূত জনাব আশরাফ-উদ-দৌলার সান্নিধ্য খুব ভাললেগেছে। গল্প করতে ভালবাসেন। কিছুসময় কথা বললেই তিনি তার রাষ্ট্রদূতের লেবাস খুলে হয়ে যান কাছের মানুষ। তিনি মুক্তবুদ্ধি ধারন করেন, সংস্কারহীন, সৎ এবং অনেক কঠিন বাস্তবতার মধ্যদিয়ে পেড়িয়েছেন তার অর্ধেক জীবন। জনাব আশরাফ-উদ-দৌলাকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি পরিস্কার ভাবে কোন ভনিতা না করে তার উত্তর দিয়েছেন -

আঃবাঃ আপনার শৈশবর স্মৃতি থেকে কিছু বলুন?

রাঃদূঃ আমার মনে হয় আমার মানসপটে সবচয় পুরনো স্মৃতি হলো যখন আমার বয়স ২ বা ৩। আমার বাবা তখন কুড়িগ্রামে সরকারী চাকুরী করতেন। আমাকে দেখাশুনার জন্য আমাদেরই গ্রাম থেকে একটি ছেলে আনা হয়েছিল যার বয়স ১০ কি ১২ হবে। একদিন বিকেলে আমি ওর সাথে বেড়াত যাই। কুড়িগ্রাম-চিলমারী ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডর রাস্তার পাশে একটি অফিসের সামনে আমরা যখন পৌছলাম ও আমাকে 'একটু দাড়াও, আমি আসছি.' বলে এক দৌড়ে একটি চলন্ত বাসের সিড়িতে লাফ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনেকক্ষন অপেক্ষার পরও সে ফিরে আসছেনা দেখে আমি কান্নায় ভেংগে পড়ি। আমার কান্না দেখে কিছু পুলিশ আমাকে একটি রিকসায় তুলে নেয়। তারা আমার পরিচয় জানতে চেয়ে সারা শহরে মাইকিং করে।
যে ছেলেটির কথা আমি এখানে বলছি, তার নাম তালেব। এখনো সে বেঁচে আছে - অত্যন্ত দরিদ্র অবস্থায়। তাঁকে আমি মামা বলে ডাকি। এখনো যখন গ্রামে যাই, তালেব মামা আসে কিছু সাহায্যের জন্য এবং তাঁকে আমি বার বার স্মরন করিয়ে দেই যে সেদিন যদি আমার কিছু হতো তবে সে আজ কার কাছে সাহায্য চাইতো?

আঃবাঃ স্কুলের শিক্ষকদের কথা মনে পড়ে?

রাঃদূঃ স্কুলের শিক্ষকদের আমি সব সময় শ্রদ্ধা করে এসেছি এবং এখনো তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করি । তবে শিক্ষকরাও অনেক সময় মারাত্মক ভূল করতে পারেন যা ছাত্রছাত্রীদর মনে প্রচন্ড মানসিক আঘাত সৃষ্টি করতে পারে । আমি তার একটি দৃষ্টান্ত দিতে পারি - আমি তখন প্রাইমারী স্কুলে তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি । আমাদের স্কুলটি ছিল কো-এডুকেশন । আমাদের ক্লাসে একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে পড়তো । একদিন টিফিনের সময় আমরা সবাই একসাথে খেলছি । হঠাৎ কে যেনো মেয়েটিকে লক্ষ্য করে একটি শিমুল ফুল ঢিল মাড়ে । আমি জানিনা কে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করেছিল যে কাজটি আমি করছি, যদিও তা আমি করিনি । আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন মান্নান মাস্টার, প্রচন্ড রাগী । তিনি আমাকে লাইব্রেরী রুমে ডেকে নিয়ে এমন পিটুনি দিয়ছিলেন যে, বেশ কয়েকটি বেত আমার পিঠে ভেঙ্গেছিলেন । প্রচন্ড মারের দরূন আমি বেশ কয়েকদিন ভীষন জ্বরে ভূগেছি । এর পর যতদিন মান্নান মাস্টার বেঁচে ছিলেন ততদিন আমি তাঁর পা ধরে সালাম করছি কিন্তু এও বলেছি - যে অন্যায় আমি করিনি তার জন্য তিনি আমাকে শাস্তি দিয়েছন ।

আঃবাঃ আপনার বিয়ের ঘটনাটা বলবেন?

স্ত্রীর সাথে জনাব আশরাফ-উদ-দৌলা

রাঃদূঃ আমার বিয়ের ঘটনা, যা ৩০ বছর আগে ঘটেছে তা একটি বিষ্ময়কর ঘটনাই বটে, তবে তা একান্তই ব্যক্তিগত এবং আমি তা সেভাবেই রাখতে চাই ।

আঃবাঃ আপনি যাদের সংস্পর্শে এসেছেন এদের মধ্যে এমন কারো নাম বলবেন যাদের আপনার অসাধারন মনে হয়েছ ?

রাঃদূঃ জীবনে এ পর্যন্ত জ্ঞানী, গুনী খ্যাত ও অখ্যাত অনেকের সংস্পর্শেই এসেছি । তবে এদের মধ্যে দুজনকে আমি গভীরভাবে শ্রদ্ধা করি। তাঁরা হলেন দক্ষিন আফ্রিকার বর্ণবাদ বিরাধী মহান নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা এবং ভিয়েতনামের দিয়েন বিয়েন ফু যুদ্ধের নায়ক জেনারেল নগুয়েন জাপ (গিয়াপ) । আমার সৌভাগ্য যে, এ দুজন মহান ব্যক্তির সাথেই আমার দুটি ছবি আছে যা আমার কাছে অনেক মূল্যবান ।

আঃবাঃ একটি অসামান্য সূর্য্যাস্তের দৃশ্য ও একজন রূপসীর সৌন্দর্য্য আপনাকে কেমন আলোড়িত করে ?

রাঃদূঃ আমি সৌন্দর্য্যের প্রশংসায় কখনো কৃপন নই । সৌন্দর্য স্রষ্টার সুন্দর সৃষ্টিরই প্রতিফলন । সুন্দরের প্রশংসা করার অপর দিক হলো স্রষ্টারই প্রশংসা করা ।

আঃবাঃ কি ধরনের বই পড়তে ভালাবাসেন ? শেষ কোন বইটি পড়েছেন ।

রাঃদূঃ আমি সব ধরনের বই পড়তে ভালোবাসি । হালকা নভেল থেকে রহস্য থ্রিলার এবং সিরিয়াস নিবন্ধমূলক গ্রন্থ; কারন বই হচ্ছে জ্ঞানের অসীম ভান্ডার । সর্বশেষ আমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটনের আত্মজীবনীমূলক বই 'মাই লাইফ' পড়েছি ।

আঃবাঃ আপনি কি ধরনের গান শোনেন ? কখন ?
রাঃদূঃ আমি সব ধরনের গানই শুনি । জ্যাজ, রক, ক্যান্ট্রি, র‍্যাগ থেকে শুরু করে আধুনিক বাংলা, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত এবং লালন ও কীর্ত্তন আমি ভালোবাসি । উর্দ্দু গজলও আমার বেশ পছন্দের। এসব ধরনের গানেরই বেশ ভালো সংগ্রহ আমার রয়েছে ।

আঃবাঃ কি খেতে পছন্দ করন ?

রাঃদূঃ আমি ভাতে মাছে বাংগালী; তাই আমার পছন্দ ।

আঃবাঃ আপনি কি ঘৃনা করেন ?

রাঃদূঃ হিপোক্রেসী ।

আঃবাঃ আপনি কি আবেগী মানুষ ?

রাঃদূঃ নিশ্চই । তা না হলে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতাম না ।

আঃবাঃ আপনার কি মৃত্যুর কথা মনে হয় ?

রাঃদূঃ আমার বয়স যখন ১৯, তখন আমি নয়টি বুলেটের আঘাতে আহত হয়ছিলাম । একটি বুলেটই একজন মানুষের জীবন গ্রাস করার জন্য যথেষ্ট । অতএব মৃত্যুর আলিঙ্গন ছিন্ন করে নবজম্ম নেয়ায় এখন প্রতিটি মুহূর্তই এবং এ পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছি সবই আমার কাছে মনে হয় বোনাস এবং প্রতি মুহূর্তেই যেনো আমি মৃত্যুকে ধোঁকা দিত সক্ষম হয়েছি।

আঃবাঃ পশ্চিমে নিশ্চই অনেকবার গিয়েছেন, সেখানে মানুষের জীবনধারা? ভালো/মন্দ ? (অল্প কথায়)

রাঃদূঃ ভালো মন্দের মিশ্রণেই সমাজ সংগঠিত । কার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা একটি আপেক্ষিক বিষয় । খুন, রাহাজানী, ধর্ষণ ইত্যাদি সমাজ বিরাধী কাজ সব সমাজেই ঘৃণিত । পশ্চিমের সমাজ থেকে যেমন আমাদের অনেক কিছু গ্রহন করার ও শেখার আছে তেমনি আমাদের সমাজ ব্যবস্থা থেকেও পশ্চিমের কিছু শেখার রয়েছে ।

আঃবাঃ ১৯৭১ এ আপনার মনে পড়ে এমন একটা ঘটনা বলবেন ?

রাঃদূঃ ১৯৭১ এর ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। আমরা তখন ভুরুঙ্গামারীতে পাক বাহিনীর প্রতিরক্ষা লাইনে একটি অতর্কিত আক্রমন চালিয়েছিলাম এবং এতে দুপক্ষেই বেশ হতাহত হয় । পর

দিন সকালে আমি বাইনাকুলার নিয়ে ক্ষতির পরিমান নির্ণয়ের জন্য সার্ভে করছিলাম। হঠাৎ মনে হলো আমি দেখলাম পাকিস্তানী লাইন থেকে একা একটি দেহ ক্ষণপায়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। দৃষ্টি স্পষ্ট হওয়ার পর দেখলাম যে সম্পুর্ন উলঙ্গ একজন নারী কোনঐমে তার লজ্জা নিবারন করে আমাদের দিকে এগিয় আসছে। বেশ কিছুদুর আসার পর আমি কয়কটি গুলির শব্দ পেলাম এবং নারী দেহটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। অন্ধকার হওয়ার পর আমি আমার লোকজনসহ সমূহ বিপদ সত্বেও লাশটি উদ্ধার করে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে আসি। লাশটি দেখে মনে হয়েছে যে কয়েকদিন ধরেই তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। আমার ধারনা আগের রাত পাকিস্তানীদের উপর আমরা যে আঐমন চালিয়ছিলাম তার প্রতিশোধ হিসেবেই এ জঘন্য অমানবিক কাজটি তারা করেছিলো।

আঃবাঃ আমাদের দেশ নিয়ে কি স্বপ্ন দেখা যায় ?

রাঃ দূঃ দেখুন, যে জাতি তাঁর ভাষার জন্য আত্মাহুতি দিয়েছে, যে জাতি তাঁর স্বাধীনতা তথা আপন স্বকীয়তা বিকাশের জন্য ত্রিশ লাখ জীবন অকাতরে দান করছে, সে জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি একেবারেই চিন্তিত নই।

হ্যা, গত ৩০ বৎসরে আমাদের অনেক আশাই পূর্ণ হয়নি, কিন্তু আমরা যা অর্জন করেছি তার জন্য অবশ্যই আমাদের গৌরবান্বিত হওয়া উচিৎ। আমাদের শিক্ষা, কৃষি, নারী উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্হা, ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসার এবং গণতন্ত্রায়নের ক্ষেত্রেও সাফল্য একেবারই কম নয়। যদিও কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করার জন্য সদা সচেষ্ট, কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস, আমাদের দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্হান এবং আমাদের সকলের অগ্রমূখী চিন্তাধারার শক্তিতে আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসী এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী, আমাদের যে সাময়িক সমস্যাগুলোর উত্তরণ ঘটবে, তা নিয় আমি মোটেও দ্বিধান্বিত নই।

আঃবাঃ অষ্ট্রেলিয়া কেমন লাগছে ? এখানে কাজের বাইরে অবসর কি করে কাটে ?

রাঃ দূঃ অষ্ট্রেলিয়া একটি সুন্দর দেশ। আমি ১২ বৎসর আগেও এখানে দায়িত্ব পালন করেছি। গত ১২ বছরে এখানে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বিশেষ করে ঐমবর্ধমান মাল্টিকালচারাল সমাজ ব্যবস্হার বিকাশ আমার সবচেয়ে চোখে পড়েছে।

একজন রাষ্ট্রদূতের কোন অবসর নেই এবং ২৪ ঘন্টাই সে দায়িত্ব পালন করে। তবে এরই মাঝে সুযোগ পেলে পরিবার পরিজন নিয়ে শপিংয়ে যাই, কখনো সিনেমা দেখি বা কখনো বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণে আতিথেয়তা গ্রহন করি।

আঃবাঃ ক্যানবরা রাজধানী হলেও অষ্ট্রেলিয়ায় সবচাইতে বেশী বাংলাদেশীর বসবাস সিডনীতে। এদের জন্য আরেকটু বেশী কিছু করার পরিকল্পনা কি আছে ?

রাঃদূঃ সিডনী সবচেয়ে বেশী প্রবাসী বাংলাদেশীদের আবাসস্হল হওয়ায় প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে সিডনীতে আসতে হয়। আমিও চেষ্টা করি সিডনী বসবাসরত বাংলাদেশীদের সাথে যতদূর

সম্ভব নিবিড় ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলতে। আপনি জানেন সিডনীতে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বিশেষ চাহিদা হলো দূতাবাস থেকে সহজ পন্থায় কনস্যুলার সেবা পাওয়া। এ উদ্দেশ্যে আমরা প্রতিমাসে সিডনীর হোমবুশে দুদিন করে দুবার কনস্যুলার ক্যাম্প পরিচালনা করছি এবং এর মাধ্যম কনস্যুলার সেবা অতি সহজে পৌছে দেয়ার চেষ্টা করছি। এ সেবার মান উন্নয়ন এবং বিশেষত বাংলাদেশীদের সুবিধার্থে অক্টোবর ২০০৫ থেকে কনস্যুলার ক্যাম্প কার্যদিবসের পরিবর্তে উইকএন্ডে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছি। আমার বিশ্বাস এর মাধ্যমে সিডনীতে বসবাসরত আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

আঃবাঃ অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশীদর জন্য আপনার একটি উপদেশ।

রাঃদূঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্হানরত আমাদের প্রবাসী বাংলাদেশীরা তাঁদের মেধা, কর্মনিষ্ঠা, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বসবাসরত দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানর জন্য স্বীকৃত ও সমাদৃত। তাঁদের এ বৈশিষ্টের জন্য বাংলাদেশও গৌরবান্বিত। যথার্থই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সচরাচর বলে থাকেন বিদেশে অবস্হানরত প্রতিটি বাংলাদেশীই আমাদের শুভেচ্ছা রাষ্ট্রদূত। সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশীরা স্বকীয় ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টির চর্চা ও তা পরবর্তী প্রজন্মের হাত তুলে দেবার জন্য বিভিন্ন ধরনের যে সকল উদ্যোগ নিয়েছেন যা সত্যিই প্রশংসনীয়। বাংলাদেশী ভাইবোনদের প্রতি আমার একটি অনুরোধ, আমরা আজ পৃথিবীর ইতিহাসের একটি দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায় অতিক্রম করছি। আশা করি সকলেই এ বিষয়টি তাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত আচরণে ও কর্মক্ষেত্রে অনুধাবন করবেন এবং এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকবেন যা দেশের জন্য অথবা দেশের জনসাধারণের জন্য কালিমা বয়ে আনতে পারে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ এবং আপনারা সকলেই মঙ্গলমত থাকুন সেই কামনাই করছি।